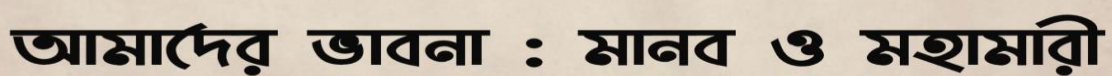


# সংহিতা





সংহিতা পত্রিকা  
আমাদের ভাবনা: মানব ও মহামারী  
জুলাই, ২০২১

#### সম্পাদনা

নৃতত্ত্ব বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার  
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

#### বিশেষ সহযোগিতায়

অনুক্ষা আখতার  
বিট্টা মেঘা রাও  
ঋষিতা মুখোপাধ্যায়  
ঈষিকা চক্রবর্তী  
ইন্দ্রানী পাল  
জ্যোতির্দেব দাস  
কুলসুম জারিন  
লাবণ্য প্রভা ঘোষ  
লিসা রায়  
সৌমিতা প্রধান  
ব্রণী ধাড়া  
প্রচ্ছদ নির্মাণ  
অনুশ্রী বোধক  
অর্ণব শর্মা  
সুদীপ বোস  
অলংকরণ  
বুদ্ধদেব বর  
মধুরিমা সামন্ত  
সৌরভ ঘোষ  
শ্রেয়সী কাঁড়ার



## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পত্রিকাটি রূপায়নের জন্য আমরা মাননীয় অধ্যক্ষা মহাশয়া ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কমিটির সমন্বয়কারী ড. কুন্তল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা এবং বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। নৃতত্ত্ব বিভাগের শ্রদ্ধেয় সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা, তথা অধ্যাপিকা মনিদীপা দত্ত গুপ্ত, অধ্যাপিকা ড. জয়িতা রায় ঘোষাল, অধ্যাপিকা অর্পিতা মিস্ত্রি, অধ্যাপক মীর আজাদ কালাম, অধ্যাপক অমলেশ কাঁড়ার এবং বিভাগীয় সকল সদস্যদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের অমূল্য উপদেশ, নীরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা ও উৎসাহ দান ছাড়া কোনোমতেই আমরা পত্রিকাটি প্রকাশ করতে সক্ষম হতাম না। এছাড়াও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের প্রিয় ভাই-বোনেদের এই উদ্যোগে পাশে থাকার জন্য।

জুলাই, ২০২১

নৃতত্ত্ব বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার





## আমাদের বক্তব্য

স্বপ্ন নৌকায় পাড়ি দিয়ে যখন সবাই কলেজের গেটে দাঁড়িয়েছিলাম, হলফ করে বলতে পারি যাত্রাপথ যে এত সুমধুর হবে তা বোধহয় কল্পনাতে ছিল। প্রথম ক্লাস এ এখনো মনে আছে আমাদের বোঝানো হয়েছিলো “নৃতত্ত্ব অর্থাৎ যে শাখা মানুষকে নিয়ে কথা বলে, তার অতীত ভবিষ্যৎ বুঝতে শেখায়। এসব শেখা জানা বোঝার মাঝেই দিনগুলো কিভাবে কেটে গেলো তা আজও বোঝা যায়। এখন আমরা চারদেয়ালে বন্দি তবু তারই মাঝে অনলাইন ক্লাসই যেন উন্মুক্ত আকাশ। এই শাখায় আমরা সমাজ বুঝতে শিখেছি, মানুষের মনের গভীর তলের আন্দাজ করতে শিখেছি, তাদের ভালো মন্দ তাদেরই মুখে শুনেছি তাই হয়তো আজকের দুর্দিনে সমাজের অনেক ক্ষতি আমাদেরকে অনেক বেশি ভাবায়, কষ্ট দেয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা, স্নেহ, একটু বকাঝকায় যে শুধু লেখা পড়ায় মন দিতাম তা নয়, তারা আমাদের সবাইকে অনেক ভালো মানুষ হতে শিখিয়েছেন। এই দুর্দিনে তাঁদের সান্নিধ্য থেকে আমরা বহু দূরে তবুও সবাই মিলে আমাদের এই যাত্রাপথ স্বরণীয় করে রাখার চেষ্টা করেছি আমাদের পত্রিকা “সংহিতা” এর মাধ্যমে। আমরা নিজেদের তুলির টানে কলমের আঁচড়ে স্বরণীয় করে রাখতে চাই আমাদের কলেজ জীবন। হয়তো কিছু ভুল-ত্রুটিও হয়েছে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরিশেষে বলতে পারি...

চারিদিকে মহামারী হাহাকার চিৎকার,

মানুষ আজ ধৈর্যের পরীক্ষায় জেরবার।

এরই মাঝে অল্প আলোর খোঁজে,

এসেছি আমরা এক নতুন সাজে।

নিয়ে কত আঁকা কত লেখা কত ঘটনায়,

তবু মহামারী ছাপ রাখি সব ভাবনায়।

জরা-ব্যাপি মুছে গেলে, সবাই আবার ব্যস্ত হলে

থাকবে পড়ে শুধুই স্মৃতি এক ফালি মনে,

সেই কথাই থাকলো লেখা পাতার কোণে কোণে।

ধন্যবাদান্তে

নৃতত্ত্ব বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

কলমে: বিট্টা মেঘা রাও

কবিতা: বুদ্ধদেব বর

## সূচিপত্র

মহামারী ও প্রাগৈতিহাসিক সম্মন্ধ	১
মধুরিমা সামন্ত	
একবিংশের ত্রাস	৩
সাগরিকা দাস	
জলের শব্দ শোনা যায়	৩
কুলসুম জারিন	
বিবর্তনের সাথে মানুষ ও মহামারী	৪
শ্রেয়সী কাঁড়ার	
বিরতি	৫
ঋষিতা মুখোপাধ্যায়	
শুধু বাস্তবিক	৫
সৌরভ ঘোষ	
মানব আজ রোগ সংক্রামক	৬
কুলসুম জারিন	
অতিমারী ও অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতি	৭
অনন্যা সর্দার	
মহামারী ও কলেজ জীবনের একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায়	৮
অনুক্ষা আখতার	
Human and Epidemic: From Past to Present	৯
Buddhadeb Bar	
General Time	১২
Saurav Ghosh	
We Must Survive	১৩
Soumita Pradhan	
ছবির জগৎ	
লিসা রায়, ত্রণী ধাড়া, অর্ক দে, সুদীপ বোস, অনুশ্রী বোধক, অর্ণব শর্মা	



## মহামারী ও প্রাগৈতিহাসিক সম্মন্ধ মধুরিমা সামন্ত, ষষ্ঠ সেমিস্টার

"পান্থ স্নান চিতার কবলে  
একে-এক ডুবে যায় দেশ জাতি সংসার সমাজ"

মহামারী বরাবরই এক নিঃশব্দ ঘাতক। কোনো দেশ, কাল, সময়, সভ্যতার প্রাচীর মানে না। বড়ই নির্মম তার প্রকোপ। উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির এই যুগেও যেভাবে করোনা ভাইরাস মহামারী মানব সভ্যতার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ও তার পূর্বসূরির সহ্য করেছে এর চেয়েও আরো ভয়ানক মহামারীর প্রকোপ। ইতিহাস সূচনার বহু আগে বা বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই পৃথিবীতে মানুষ বিচরন করতো। সেদিনও মহামারী ছিল, কিন্তু সভ্যতা ছিল না। তাই শিকারী সংগ্রাহক ও যাযাবর শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের আবির্ভাব ঘটলে বড়জোর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত একটি গোষ্ঠী। আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করে। স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্রমশ সভ্যতার সূচনা হয় এবং ধীরে ধীরে সভ্যতার হীরকখন্ডে বিচ্ছুরিত হয় সংস্কৃতির দুতি। এরপর জনঘনত্ব বাড়তে থাকায় সংক্রামক কোনো ব্যাধির উৎপত্তি ঘটলেই তা ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে এই সংক্রামক ব্যাধিগুলির জন্য দায়ী ক্ষতিকারক অণুজীবদের সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিলনা। ১৬৭৪ সালে অ্যান্থনিভন লিউয়েনহক তার নিজের তৈরি আণুবীক্ষণিক যন্ত্রে জলের ফোঁটার মধ্যে একরকম লাখ লাখ অণুজীবের এক অদেখা পৃথিবীর উন্মোচন ঘটান। তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলেই মানুষ এই অণুজীবদের নিজের চোখে দেখতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি মানুষই এই কোটি কোটি এককোষী জীবদের নিজের শরীরে বহন করে। তারা যে কেবল থাকার জন্য থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে কেউ আমাদের বন্ধু আবার কেউ বা বড় প্রতিপক্ষ। কেউ আমাদের পরিপাক তন্ত্র পরিষ্কার রাখার কাজ করে, আবার কেউ অসুস্থ করে তুলে নিয়ে আসে মহামারী। উত্তর-পূর্ব চীনের প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট "হামিম মাঙ্গা"-র নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহামারীর একটি ভয়াবহ রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ অতিমারী আবহে গবেষণার দ্বারা উঠে আসা কিছু তথ্য থেকে প্রাগৈতিহাসিক মহামারী, তার রূপ, মানব বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিশেষ জিন, জিনগত পরিব্যক্তি এবং তাদের বংশানুক্রমিক সঞ্চারন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে মানব বিবর্তনের বেশ কয়েকটি ধাপ পিছিয়ে আসতে হয়। মানুষ তখনও শারীরস্থানিক ভাবে আধুনিক মানুষে পরিণত হয়নি। পৃথিবীতে তখন বিরাজ করতো মানুষের পূর্বপুরুষেরা, যারা হাজার হাজার প্রজন্ম ধরে অন্য দশটা সাধারণ প্রাণীর মতোই জীবন যাপন করে এসেছে। তখনও তাদের ছিলনা আলাদা করে চেনার মতো প্রখর বুদ্ধিমত্তা কিংবা খাদ্যশৃঙ্খলের একক আধিপত্য। এই পূর্বপুরুষেরা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহুকাল আগেই কিন্তু পৃথিবীর বুকে রেখে গেছে তাদের দেহাবশেষ, হাতিয়ার, অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন এবং সর্বোপরি হোমো সেপিয়েন্সকে। হোমো নিয়ান্ডার্থল হলো মানুষের সেই পূর্বসূরী যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল ইউরোপে আজ থেকে আনুমানিক ২ লক্ষ বছর আগে। নিয়ান্ডার্থলের হাড় এবং দাঁত থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন প্যাথোজেনদের ডি এন এ -র পর্যালোচনার দ্বারা লক্ষাধিক বছরের পুরোনো ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের অস্তিত্ব ও গঠন সম্পর্কে জানা গেছে যা প্লেগ এবং অন্যান্য মহামারীর রহস্যপূর্ণ এক প্রেক্ষাপট উন্মোচন করে (দ্যা আটলান্টিক)। গবেষণার দ্বারা জানা গেছে, সে যুগেও ছিল প্লেগ, স্টিফিলিস, হেপাটাইটিস ও কোকালিজলির মত রোগগুলি। আজ থেকে আনুমানিক ৩০ হাজার বছর পূর্বে নিয়ান্ডার্থল মানবের অবলুপ্তি ঘটলেও প্রায় ১৬ শতাংশ ইউরোপ এবং ৫০ শতাংশ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষেরা বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের জিন বহন করেন। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র অনুসারে এই নিয়ান্ডার্থল জিনগুলো যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি আরো তিনগুণ বেশি। সুইডিশ এবং জার্মান বিজ্ঞানীগণ কভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীর ৩ নম্বর ক্রোমোজোমে অবস্থিত ডি এন এ -র জেনেটিক তথ্যাবলীর সাথে ৫০ হাজার বছর পুরোনো সাইবেরিয়ার ক্রোয়েশিয়া থেকে প্রাপ্ত নিয়ান্ডার্থল মানবের কঙ্কালের তুলনামূলক আলোচনা করেন (CNN প্রতিবেদন)। এই ঘটনার মাধ্যমে উঠে







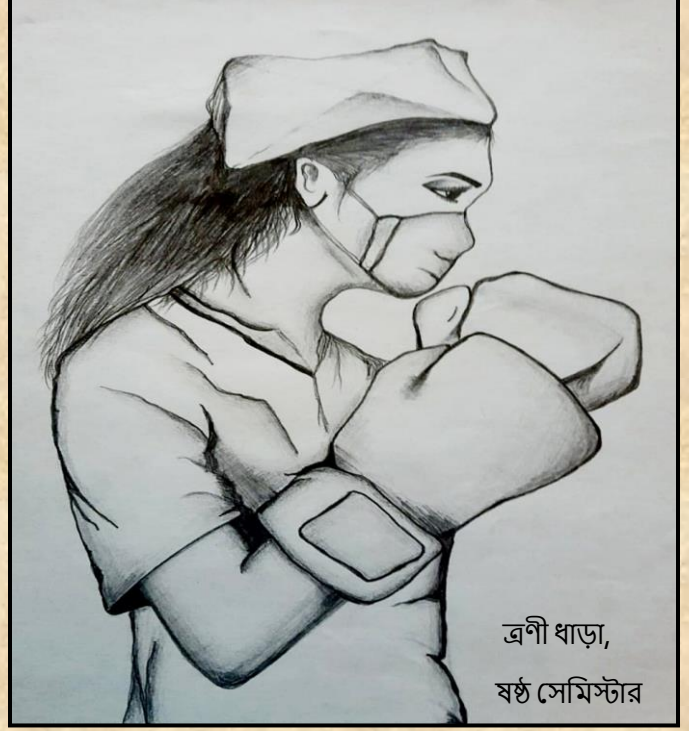
## কবিতা

### একবিংশের ত্রাস

সাগরিকা দাস, চতুর্থ সেমিস্টার

চীনদেশে জন্ম নিল নতুন এক ভাইরাস,  
একবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত নতুন এক ত্রাস।  
মানব যখন ব্যস্ত ছিল নতুনের সৃষ্টিতে,  
নোভেল করোনা তখন রূপ নিল অতিমারীতে।  
করোনা আজ জগৎ জুড়ে করছে এসে তাড়া,  
আতঙ্কিত মানব সবাই, কিভাবে পাবে ছাড়া।  
বিশ্ব জুড়ে বন্ধ আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,  
শিক্ষার্থীর ভরসা এখন তাই অনলাইন ক্লাস।  
মুখোশ পরে মানব আজ বন্দি আছে ঘরে,  
বাইরে এলে করোনা যদি তাকে এসে ধরে।  
জনশূন্য হাট-বাজার ব্যাধির প্রকোপে,  
হাসপাতালে ভিড় বেড়েছে আক্রান্ত রোগীতে।  
কর্মহীন নিম্নবিত্ত অন্নাভাবে ভোগে,  
উচ্চবিত্ত মানুষ যত মত্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে।  
গৃহবন্দি বিশ্ববাসী করোনার আবহে,  
স্বজনের প্রতি কহে,  
আমাদের দেখা হবে নতুন এক প্রভাতে,  
পৃথিবী যেদিন শান্ত হবে মহামারীর শেষে।।

## ছবির জগৎ



ত্রণী ধাড়া,  
ষষ্ঠ সেমিস্টার

### জলের শব্দ শোনা যায়

কুলসুম জারিন, ষষ্ঠ সেমিস্টার

জলের শব্দ শোনা যায়,  
এদিকে সে জানলার ধারে বসে আনন্দ পায়,  
দূর দিগন্তে কত গৃহহারা দল এই জলেই নিজের অশ্রুজল মেশায়।  
আহা! ওরা যে ছোটো লোক,  
এই শব্দের মর্ম, সৌন্দর্য অশিক্ষিত লোকেদের দ্বারা কি বোঝা  
যায়??  
হায়!!!  
শক্ত হলেও এটাই সমাজের বাস্তব পরিচয়।





## বিবর্তনের সাথে মানুষ ও মহামারী

শ্রেয়সী কাঁড়ার, ষষ্ঠ সেমিস্টার

মানব জগতের সাথে মহামারীর সম্পর্ক অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ বিভিন্ন জীব জন্তুর সাথে লড়াই এর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সেই সময় বিভিন্ন রকম প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ নিজেকে adapt করতেও শিখেছিল। তখন তাদের থাকার কোনো ঘর ছিল না, জঙ্গলে, কিংবা গাছের উপরে, কিংবা পাহাড়ের নীচে একটি ছোট ছাউনি বানিয়ে তারা থাকতো। তাই তাদের মধ্যে যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার এবং অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করার অভ্যাসটা বড়ই প্রাচীন। সেই সমস্ত জীবনযাত্রার পর তাদের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ভাইরাস বা রোগের আগমন ঘটে, যা কাল স্বরূপ মহামারীর রূপ নেয়।

মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব, তাই একসাথে থাকার কারণে একজন মানুষ থেকে দুজন; দুজন থেকে চার জন; চারজন থেকে দশ জন; এবং সেই দশ জন থেকে সমগ্র গোষ্ঠী; সমগ্র বিশ্ব জর্জরিত হয়ে গেছিল যাকে পরবর্তীকালে মহামারী আখ্যা দেওয়া হয়। সমগ্র মানব ইতিহাস ঘটলে দেখা যায় প্রায় আনুমানিক ১৩ শতক থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মহামারীর শিকার হয়েছে। গুটিবসন্ত এবং যক্ষ্মার মত অনেকগুলি মহামারী বা মারাত্মক রোগ মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়েছে, সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মহামারী গুলোর মধ্যে একটি ছিল Black Death যা প্লেগ নামেও পরিচিত যাতে চৌদ্দ শতকে আনুমানিক ৭৫-২০০ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল, অন্যান্য মহামারী গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৮ সালের Influenza মহামারী (Spanish Flu)। বর্তমানে এইচ আইভি / AIDS এবং কোভিড-১৯ মহামারী মানুষের জীবনে বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলেছে।

তবে "মানুষ" বিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার এবং অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে সবসময় নজিরবিহীন উদাহরণ রেখেছে। তাই সেই প্রাচীন কাল থেকেই সব ধরনের মহামারীর সাথে লড়াই করে আজও তাদের অস্তিত্ব গোটা পৃথিবী জুড়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বেশ কিছু মানুষ এই মহামারীর শিকার হয়েছেন তবে ক্রমাগত বিজ্ঞানের উন্নতি এবং research ব্যবস্থায় বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলপ্রসূত আজ সমগ্র মানব জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। টিকা আবিষ্কার এবং সমস্ত মানুষদের মধ্যে তা পৌঁছে দেওয়া, তাদের সেফটি প্রটোকল প্রদান করা, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেছে। এছাড়াও ডাক্তার, নার্স, সাফাইকর্মী এরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে আমাদের সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্য বদ্ধ পরিকর। সব ধরনের রোগকে আমরা দিতে পারি না, মহামারী বলতে সেই সমস্ত মারণ রোগকে বোঝায় যা একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে (যেমন একাধিক মহাদেশ বা বিশ্বব্যাপী) মানব জাতিকে আক্রান্ত করে এবং ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর কারণ ঘটায়।

তবে ২০২১ সালে পদার্পণ করার পর, মানুষের আর মহামারী সম্বন্ধে জানতে বাকি নেই; কারণ দীর্ঘ দুই বছর ধরে কোভিড-১৯ নামক মহামারীর শিকার সমগ্র মানব জাতি। যার উৎপত্তিস্থল বলতে চীনের উহান প্রদেশকে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই করোনা ভাইরাস এর নতুন প্রজাতি আবির্ভাব হয়েছিল। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে ২০০ টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চল কোভিড-১৯ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্য চীন, পশ্চিম ইউরোপ, ইরান এবং জাপানে এর বড় প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। ২০২০ সালের ১১ ই মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ এর বিস্তারকে মহামারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯ মে ২০২০ এর হিসাব অনুযায়ী কোভিড-১৯ এ সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী ৪.৮৯ মিলিয়নের পৌঁছেছে, নিহতের সংখ্যা ১,৯০৮,১১১ এবং সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৩২০,১৮৯ জন। তবে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুন ভ্যাকসিন এর আবিষ্কার (যথা, কো-ভ্যাকসিন এবং কোভিশিল্ড), এছাড়াও সুরক্ষা বিধি প্রদানের মাধ্যমে বহু মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে তবে বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন যাদেরকে মহামারীর শিকার বলে গণ্য করা হয়। করোনা ভাইরাস ছাড়াও WHO এইচ আইভির বর্ণনা করতে 'বৈশ্বিক মহামারী' শব্দটি ব্যবহার করে। তবে কিছু কিছু লেখক এইচ আইভির ক্ষেত্রে শুধু 'মহামারী' শব্দটি ব্যবহার করতে শ্রেয় মনে করেন। এইডস বর্তমানে এমন একটি মহামারী, যা দক্ষিণ এবং পূর্ব আফ্রিকার সংক্রমণের মাত্রা ২৫% এর বেশি মানুষের মধ্যে ফেলেছে। নিরাপদ যৌন চর্চা সম্পর্কে কার্যকর শিক্ষা এবং রক্ত বাহিত সংক্রমণ সতর্কতা প্রশিক্ষণ বহু আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয় শিক্ষাকে পৃষ্ঠপোষকতায় সংক্রমণের হার হ্রাস করতে সহায়তা করেছে।

এই সমস্ত মহামারীর দরুন জনসংখ্যা একদিকে যেসকল হ্রাস ঘটছে, তবে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টির কারণে সেই ঘটতি কিছুটা পূরণ হলেও; মৃত্যুহার অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। যা জনসংখ্যার পরিসংখ্যানকে বেশ খানিকটা নিম্নমুখী গতিপথে চালনা করেছে। তাই আমাদের উচিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সব ধরনের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নিজেকে পরিষ্কার রাখা, সুস্থ থাকা, পরিবারের সকল মানুষের খেয়াল রাখা, তাদেরকে মহামারী থেকে বাঁচানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং পরবর্তী নতুন প্রজন্মকে এই সমস্ত মারণ রোগ সম্বন্ধে সচেতন করা।

## বিরতি

ঋষিতা মুখোপাধ্যায়, ষষ্ঠ সেমিস্টার

অতিমারীর প্রকোপে যখন বন্ধ হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান,  
ব্যস্ত ছাত্রজীবনে তখন ছুটির আমেজ-  
দৈনন্দিন-রুটিনের সাময়িক বিরতিতে খুশির আবেশ,  
বেশ কাটছিল রামধনু-রঙা দিনগুলো  
তারপর, দিন গেল-মাস গেল কিন্তু বিরতি কই শেষ হলো!  
এ যে শুধু শিক্ষা – প্রতিষ্ঠান নয়, বন্ধুদের মিলনক্ষেত্রও,  
কত আড়ি-ভাব; বগড়া – অভিমানের দিয়েছে সাক্ষী,  
প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের ধূলিকণায় আবিষ্ট হয়ে থাকা শত স্মৃতি,  
কত গল্প আড্ডার সাথে ঝালমুড়ির এবং চায়ের যুগলবন্দী -  
যা চিরদিনের জন্য মনের মনিকোঠায় থাকবে বন্দি,  
বিলম্বিত বিরতি যেন নীলাকাশে ছেয়ে যাওয়া ধূসর মেঘ;  
তবু আশাবাদী মন বলে, হবে একদিন সমস্ত বিরতির অবশেষ।

## শুধু বাস্তবিক

সৌরভ ঘোষ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

জীবনটা কোনভাবেই কিছুর পক্ষপাতী নয়  
যার যেমন কর্ম তার তেমন খেয়াল  
হবে না কোনদিনও এটার থেকে বেহাল  
দুনিয়া যেন আজ এক অসীম গাঢ় আগ্রহে  
করে যাচ্ছে নতুন তথ্যের শিলান্যাস  
চলছে জীবন সেই সোনার দিনের অপেক্ষায়  
মানুষের চিন্তা-ধারাটা হয়ে উঠেছে  
গভীর প্রশ্নের বুকে মাথা ঠেকানোর মতন  
বারবার আহ্বান জানানোর মতন এক বিশাল মরুভূমি  
জানিনা কবে হবে গোটা বিশ্ব থেকে  
এই অচেনা-অজানা মহামারীর বিনাশ  
শিক্ষা, অর্থ-ব্যবস্থা, সবকিছুই আজ নিম্নমুখী  
মানুষ নিচ্ছে আজ রাস্তায় বেড়িয়ে তাদের জীবনের ঝুঁকি  
নিম্ন-মধ্যবিত্ত-ধনী আজ সবাই নাজেহাল  
সবকিছু এর আমদানি-রপ্তানিতে পড়েছে ভাটা  
একটাই অনুরোধ সকলে যেন তাদের মন থেকে  
সব চিন্তা হাটায় আর সুখে-আনন্দে তাদের বাকি জীবনটা  
কাটায়!





## মানব আজ রোগ সংক্রামক

কুলসুম জারিন, ষষ্ঠ সেমিস্টার

শুনে চতুর্থ তাল বাজি  
করে ভাগ্যের সাথে সন্ধি,  
করলাম পায়ের উপর ভরসা  
যাব নিজ গৃহের দরজা।

করোনা যদি শ্রাপ,  
ক্ষুদা, তাহারও বাপ!  
মৃত্যুই যদি শেষ,  
শ্রেষ্ঠ, নিজ মাটি, নিজ দেশ।

আজ ১৫ বছর হায়!  
দিলাম এই শহরী কলকজায়,  
তবুও নিজ ভাবিলনা তারা,  
মানব কেমন হৃদয় হারা?

উপর তিমতিমে রোদদুর  
তলায় উত্তপ্ত বন্ধুর,  
পায়ে ফোড়া শতশত,  
আমি এখনও যাত্রারত।

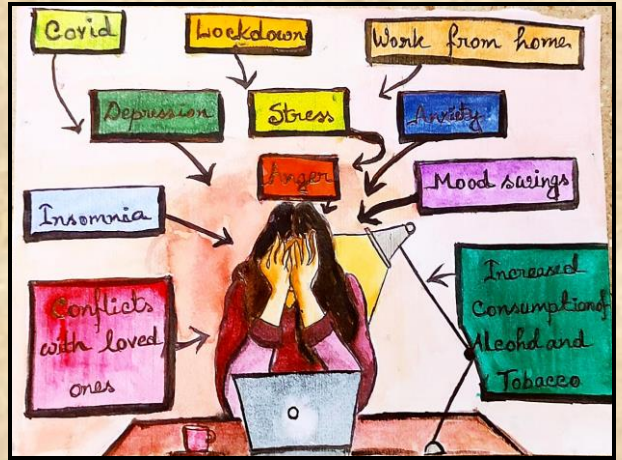
চারিদিকে মহামারী, হাহাকার!  
আজ দশ দিন হল পার।  
সহস্র সাহস বেধে,  
পৌঁছেছি নিজ গ্রাম, নিজ দেশে।

কিন্তু, এখন আর কী করে করি সবর!  
যখন আপনজনই করিল পর?  
মমতা, আত্মীয়তা, ভালোবাসা, ছাড়িয়ে,  
কোরোনার ভয়-ই যে সর্বোপর।

ছিন্ন হচ্ছে বুক,  
কেহ বুঝবে কী দুখ?  
আজ অশ্রু বিন্দু, বন্যাসম হোক,  
চিরদিনের প্রবাসী আমি,  
মানব হয়েও আজ- "মৃত্যু রোগ সংক্রামক"।



অর্ক দে, দ্বিতীয় সেমিস্টার



অনুশ্রী বোধক, ষষ্ঠ সেমিস্টার

সুদীপ বোস  
ষষ্ঠ সেমিস্টার



## অতিমারী ও অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতি

অনন্যা সর্দার, চতুর্থ সেমিস্টার

প্রথমে আসা যাক 'অতিমারী' শব্দে, এই শব্দটি ভীষণ রকম ভাবে আমাদের কাছে পরিচিত উদাহরণস্বরূপ ২০১৯ সালে চিনের থেকে সারা বিশ্বব্যাপি ছাড়িয়ে পড়া 'কোভিড-১৯ বা কোরোনা ' নামক রোগের প্রকোপ এতোটাই মানুষকে সংকট মুখর করেছে যে বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানী সহ বিশেষজ্ঞরা এটিকে 'অতিমারী' বলে চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই রোগের প্রকোপ এতটাই যে হয়তো চিরকালের জন্য বিগত শতাব্দীর অতিমারী প্লেগ, ইত্যাদির ন্যায় থেকে যাবে। এই অতিমারী সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক নতুন ধারার স্থান করেছে, যেখানে পারস্পরিক দূরত্ব সহ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার একটি নিয়ম শৃঙ্খলা মধ্যে দিয়ে চলতে শিখিয়েছে। শুধু তাই নয় এই অতিমারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে 'লকডাউন' নামক নতুন নিয়ম কালে প্রায় সবকিছুই বন্ধ থাকায় পৃথিবী তার নিজস্ব খায়খ্যাতি পূরণ করতে পেরেছে এবং পশুপাখি স্বাধীনতা পেয়েছে বলে ধারণা বা মন্তব্য করা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে এই সময়কালে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকায় সে তার জন্য সময় পেয়েছে, তবে এই এতো কিছু মধ্য আমরা অনেক কিছুর সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। এই অতিমারী আমাদের অনেক কাছ থেকে তাদের প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়েছে, লকডাউনে সব বন্ধ থাকায় রাজ্যের বাইরে কর্মহীন অথাৎ কাজের সূত্রে ভিন্নরাজ্যের শ্রমিকরা বাইরে ভিন্নরাজ্যে আটকা পড়ে এবং কাজহীন হয়ে পড়ে, ফলে চরম টাকার সংকট দেখা দেয়। দেশসহ সমগ্রবিশ্বে এক্ষেত্রে শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো ও টাকার মাধ্যমে কিছু দয়াবান মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এবার আসা যাক 'অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার' প্রসঙ্গে অতিমারীর প্রকোপের জেরে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আসে, আমরা সমাজবদ্ধ জীব, এই সমাজ সহ আমাদের পাশের মানুষজনের স্বার্থে আমাদের অযথা বাড়ির বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ থাকে ফলে ঘরে বসে "ভার্চুয়ালি" বা "অনলাইনের" মাধ্যমে পড়াশোনা চালাতে হয় যা আমাদের কাছে উপকারের হলেও এখানেও বেশকিছু সমস্যা দেখা যায়, যেমন আমাদের দেশের যখন অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা দেখা দিয়েছে, গ্রামগঞ্জের গরিব পরিবারের যখন কোন রোজগার নেই, সে সময় সেই সকল পরিবারে স্মার্টফোন বা এধরনের গেজেট সহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা পরিষেবা পাওয়া অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। ফলে সেই সকল পড়ুয়ারা পড়াশোনা থেকে বিরত হয়ে যাচ্ছে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য এক ধাপ ক্ষতি স্বরূপ হয়ে উঠেছে, আবার পড়াশোনার এক একটি ধাপ এগোনোর জন্য পরীক্ষা আমাদের দিতে হয়, যোগ্যতা বিচার নিরিখে ফলে নির্ধারণ করা হয় পরীক্ষা হবে অনলাইনে অর্থাৎ ঘরে বসে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে। এক্ষেত্রেও সুযোগ সুবিধার অভাবে পড়ুয়াদের একাংশকে সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে কিন্তু তাদের সকল প্রকার সুযোগ পাচ্ছে তারা এই ব্যবস্থার অপব্যবহার করছে, পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও কোনরকম পূর্বের ন্যায় চাপ নিয়ে পড়াশোনা হচ্ছে না সমস্যা হলে হাতের কাছে থাকা বই দেখে উত্তর লিখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। যা পড়াশোনার মান অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে।

এছাড়া, বিশেষত একাদশ থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া যাদের প্র্যাকটিক্যাল যুক্ত বিষয়গুলিতে হাতে-কলমে না করায় তা লিখতে পারছি না, যা আমাদের উচ্চশিক্ষায় গিয়ে বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতির মুখে ফেলবে। আমি একজন কলেজ পড়ুয়া হিসাবে আমি এই নিয়মকে আমার বিক্ষোভের তালিকা নথিভুক্ত করেছি কারণ, এর ফলে আমি পড়াশোনায় অন্যসকলের মতই আগের মত মনোযোগ দিয়ে বা বিচক্ষণ ভাবে করে উঠতে পারছি না, চেষ্টা করলেও তা হয়ে উঠছে না, যা একান্ত ভাবেই নিজের ক্ষতি করে যাচ্ছি, যা হয়তো আগের নিয়মে ফিরলে ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবো কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা সমাজের সহ পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমাদের এই নিয়ম মেনে চলতে হবে যতদিন না এই অতিমারী প্রকোপ সামলানো সম্ভব হবে।



## মহামারী ও কলেজ জীবনের একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায়

অনুষ্কা আখতার, ষষ্ঠ সেমিস্টার

নৃতত্ত্ববিদ্যা বিষয়টি নিয়ে যখন নিজের কলেজ জীবনটা শুরু করেছিলাম, প্রথম থেকেই একটি শব্দ শুনে আসতাম 'ফিল্ড', যতটা তখন আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে জেনেছিলাম যে এই ফিল্ড মানে মাঠ নয়, 'ফিল্ডওয়ার্ক', আমাদের নিজের চেনা জায়গা ছেড়ে অচেনা এক জায়গায় গিয়ে কিছু তথ্য তুলে আনতে হবে। আর এই ফিল্ডওয়ার্ক হচ্ছে নৃতত্ত্ববিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এসব শোনার পর আমাদের সকল সহপাঠীদের মধ্যে তৈরি হতে থাকে কৌতুহল। জীবনে কোনোদিন আমরা কেউ এভাবে যায়নি। তারপর থেকে আমরা প্রচলিত উৎসাহিত হয়ে বলতাম "স্যার আমরা কবে যাবো ফিল্ডে" স্যার মুচকি হেসেব লতেন, "সে এখন কেন? সেই থার্ড ইয়ারে, এখনো অনেক বাকি।" এটা শুনে আমরা আরও আনন্দিত হয়ে উঠতাম যে আমরা তাহলে প্রাক্তন দাদা দিদিদের মতো ফিল্ডে যাবো, অনেক মজা করবো। এমনকি আমাদের এক বন্ধু বলে উঠলো, স্যার আমরা কিন্তু নর্থবেঙ্গল যাবো। স্যার আমাদের বলতেন তোমরা কি ভাবছো ঘুরতে যাবো, অনেক খাটতে হবে, কাজ করতে হবে। আমরা সকলে উৎসাহিত হয়ে বলতাম স্যার তাও রাজি, মজাও করবো, কাজও করবো। ওই অনুভূতিটাই অন্যরকম ছিল। এসব নিয়ে আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম তখন তো আনন্দ দ্বিগুণ, যে আর কিছুদিন, তারপর আমরা যাচ্ছি। কিন্তু ঐ যে কথায় আছে, আমরা যেটা বেশি আশা করি সেটা হয়না। হঠাৎই পৃথিবীর বুকে নেমে এলো এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। গোটা পৃথিবী তখন লড়াই করছে করোনা ভাইরাস এর সাথে। আমরা হয়ে পড়ি গৃহবন্দী, কলেজে যাওয়া হল বন্ধ। ভেবেছিলাম, যাক কিছুদিন ছুটি পাওয়া গেল। কিন্তু সেই ছুটিটা যে এত বেড়ে যাবে যে গোটা একবছর আমরা না কলেজ যেতে পারলাম, না বন্ধু, শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে দেখা হলো। এত কিছু মধ্যও আমাদের মনে আশা ছিল যে ফিল্ডে যাওয়ার আগে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে আজ প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল আমরা কলেজে গিয়ে ক্লাস করিনি। সব স্বপ্ন, উৎসাহ, আশা প্রত্যাশা আজ শেষ। আমরা যেই ফিল্ডে যাওয়ার জন্য এত উৎসাহিত ছিলাম, সেই ফিল্ড আর হচ্ছে না। বন্ধুদের সাথে পনেরো দিন কাটবে ভেবেছিলাম, কিন্তু বর্তমানে মুখোমুখি দেখা হওয়াটাও দুঃসাধ্য। পরিস্থিতি সব কিছু সামাল দেয়, আর আমাদেরও মনে নিতে হলো ফিল্ডে আর যাওয়া হবে না। এই মহামারী সত্যি অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। আর কিছুদিন পর আমরা গ্রাজুয়েট হয়ে যাবো। সবাই যে যার পথে চলে যাবে। হয়তো আর দেখা হবে না অনেকের সাথেই। আমরা নিজেদের মনে যে ফিল্ডকে নিয়ে কল্পনা করেছিলাম সেটুকু নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ফিল্ডে না যাওয়ার আফসোসটা যদিও বা কোনদিনও মন থেকে মুছবে না। তাও কলেজ জীবনের বাকি স্মৃতিগুলি মনের কোনো দেওয়ালে সর্বদা দাগ কেটে রয়ে যাবে।

## Human and Epidemic: From Past to Present

Buddhadeb Bar, Semester-6

The history of human migration on earth is as old as the history of epidemics of infectious diseases. The history of the Athenian plague comes first in terms of time. The 430 BC epidemic originated in Ethiopia and spread to Egypt and Greece. The rapid onset of the epidemic was characterized by symptoms such as the Ebola virus, with high fever and hemorrhage, and the patient died within a few days. The Ebola virus was first identified in 1978 in South Sudan. It is estimated that one-third of Greece's population was infected during the epidemic. Doctors and patient care providers are more likely to be infected.

The Athenian plague affected people so much that they turned away from religion or religion. The tradition of respect in the society was destroyed. People were stunned by the fear of death. Centuries later, the Antonine Plague struck the world around 165-165 AD. Originating in China, the epidemic spread through troops in several Asian countries and throughout the Roman Empire, including Egypt, Greece, and Italy.

Then came another terrible epidemic in history in 541 AD. Its name is 'Justinian Plague'. The epidemic was named after the Roman emperor Justinian. The epidemic was caused by a bacterium called '*Yersinia pestis*'; which spreads through rats and flies to Constantinople, the capital of the Roman Empire, including the entire Mediterranean region. The symptoms of this disease, which spread very fast, were fever, boils and vomiting. The death toll was so high that there was no place to bury people in the locality! 60 to 70 thousand bodies were buried in huge holes.

Again, about 800 years later, in 1334, the bubonic plague appeared in China, known in history as the Black Death. The epidemic was also caused by a bacterium called '*Yersinia pestis*' which was spread by rats and flies. Symptoms included fever, abscesses, hemorrhage, and pneumonia. About 50 percent of infected people died. The concept of quarantine dates back to the time of the Black Death. So far, quarantine has been a global priority in controlling infectious disease epidemics.



Cholera has been mentioned in the works of many writers of Bengali literature. This disease has caused village after village to be devastated. Although cholera-like disease was first mentioned in the writings of two Greek physicians on the banks of the Ganges, it first became a global headache in 1818. According to Britannica.com, cholera was eradicated from many parts of the world within a few years of the outbreak in 1818, but the disease persisted in the Bay of Bengal.

One of the deadliest epidemics in modern history is the Spanish flu, caught in 1918. Where World War I killed 11.6 million people in five years, the Spanish flu killed 20 million people in just two years. According to LiveScience.com, about 500 million people are infected with the disease from the South Sea to the North Pole. One-fifth of them died, leaving many indigenous groups on the brink of extinction. Crowding of World War I soldiers and wartime malnutrition increased the spread of the disease and its deaths. Another name for influenza in the world is Asian flu. The H2N2 virus spread to the United Kingdom through the United States within six months of its arrival in China. According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Asian flu was first detected in

Singapore in February 1958 and in Hong Kong in April. Outbreaks appear to be exacerbated during the summer months in coastal cities across the United States. Asian flu kills about 1.1 million people worldwide. 1 lakh 17 thousand people died in the United States alone. Later it was possible to prevent the epidemic with the vaccine.

Spring has been on this earth since prehistoric times. According to the CDC, evidence of cocoon spring has been found in Egyptian mummies three thousand years ago. The earliest written record of a disease that coincides with smallpox is found in China, in the fourth century. Written accounts of the disease were also found in India in the seventh century and in Asia Minor (present-day Turkey) in the tenth century. From the 6th to the 18th century, the disease was rampant all over the world. CDC says cocooning was a devastating disorder. On average, three out of every 10 victims die. The scars on the bodies of the survivors reminded him that he had been attacked. The human immunodeficiency virus (HIV) was first identified in the 1980s. According to the World Health Organization, an estimated 36.9 million people are currently infected with the virus. AIDS has claimed more than 34 million

lives worldwide, making it one of the most devastating epidemics in history.

The first infectious disease to panic in the twenty-first century was called "Severe Acute Respiratory Syndrome" - SARS; it is also a type of coronavirus. The first case of SARS was reported in China. According to the World Health Organization, the virus was detected in late February 2003. The flu has affected more than 6,000 people in 26 countries; At least eighty people died. However, it is not yet clear how the virus was transmitted to humans. There was a high risk of infection in the minds of the people as the germs of this airborne disease are easily spread through sneezing and coughing. SARS has spread to Europe, America and Australia, including parts of Asia. The use of surgical masks became very popular during the outbreak of SARS in 2003.

The first outbreak of the deadly Ebola virus occurred in 1986, at the same time in two regions of the Congo and South Sudan. The virus later became known as Ebola when it broke out in a village on the banks of the Ebola River. According to the World Health

Organization, the death rate from this terrible disease is about 50 percent. Although Ebola was first identified in 1986, its biggest impact came in 2014-2018 in West Africa.

The new virus, which made its home in Wuhan, China just before the beginning of 2020, killed millions of people throughout the year. The year-round panic virus has been named Novel Corona virus (SARS COV-2), and the disease has been named Covid-19.

All the epidemics have ended one day. Covid-19 will also end one day. Covid-19 is different from other epidemics in the past. That is: we have been able to identify the virus of this epidemic from the very beginning with the development of technology. This was unknown in the case of past epidemics. Therefore, it can be believed that this epidemic can be stopped faster than the previous epidemics by using the combined efforts of modern science and people.

[Reference: Psychiatry of Pandemics, Nature Medicine, 2020, Ananda Bazar Patrika, 2020]



## **General Time**

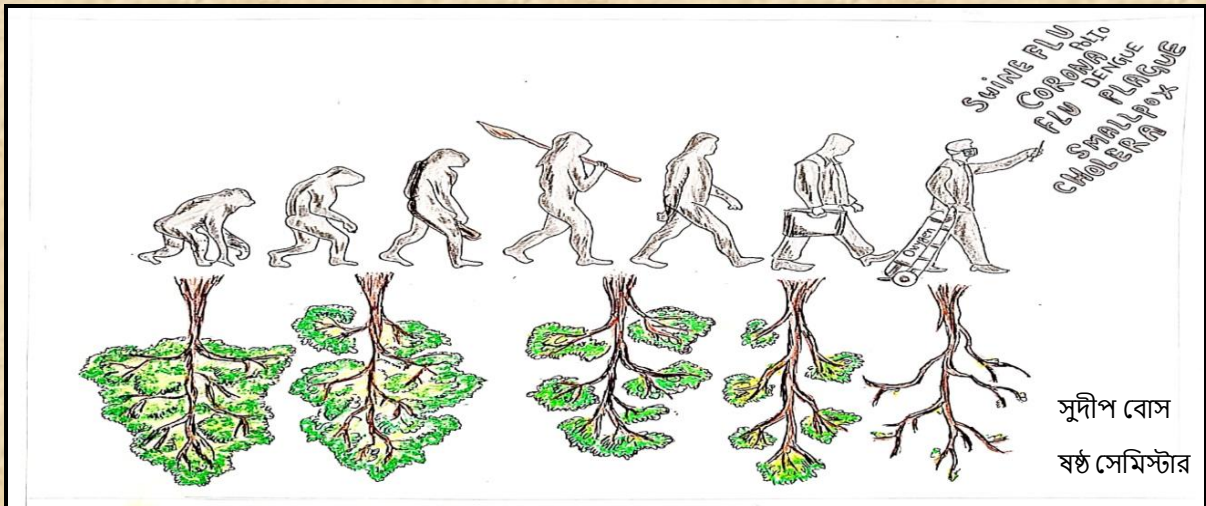
Saurav Ghosh, Semester-6

The two imaginative characters in this Story are two childhood friends named Alok (BTECH in Biotechnology, London University beside Tames River, London) & Alisha (Chemistry Hons in Jadavpur University), they are in a phonetic conversation. Alok asked Alisha about her health and education in reply to which she said that she is good in health and doing well in Online education system inspite of several backlogs like coverage problem and certain facilities not so easily available due to Coronavirus effect and he viceversally replied that his health is well sounded and his education is up-to-the mark though he is not so much accustomed with the pressure situation of foreign studies and rules of the institution during this Pandemic and the net connection is well developed there and the Coronavirus has hit badly in England and also informed that this is even worse in India he heard of in view of her questions about health and education. She notified that he heard it right and the medical system in India is not quite comfortable to fight Coronavirus and the needful Corona items like Oxygen Supplies, PPE Kits is worst here but the Country is doing quite satisfactorily in Vaccination in reply to it he told though England is a Superior developed Country, it is at backstage compared to many countries in the World and he admired sad feelings against the worst condition of India in terms of Corona materials. She expressed her sadness for the financial and market condition of India, the daily essential needful commodities reached a great value during this time and the People are losing their jobs, it's very difficult to get job here. He said that the daily price in England is ok according to him but it is not so good enough here also in terms of jobs due to Coronavirus. She speaked that the infrastructure is not fine here, he gave the same respond to it. She smiled and said that she is utilizing her free time with her lovable person online; on the other hand, he is expecting a good career in future so he is working very hard. This is the end of the conversation between them.

## We Must Survive

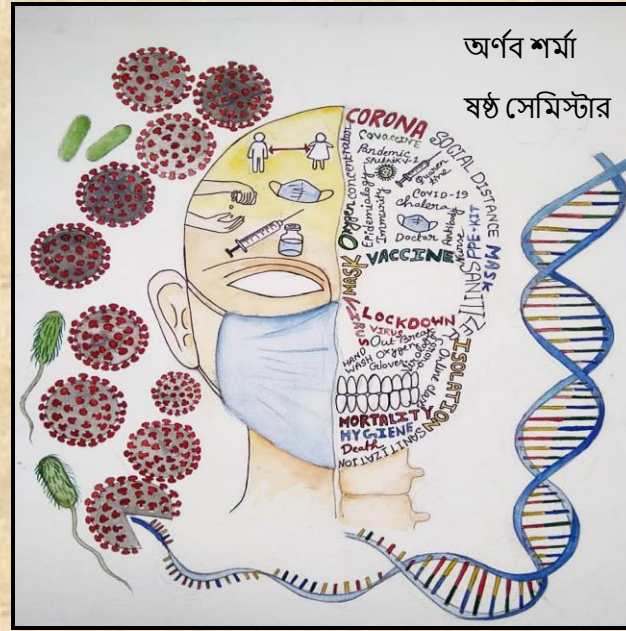
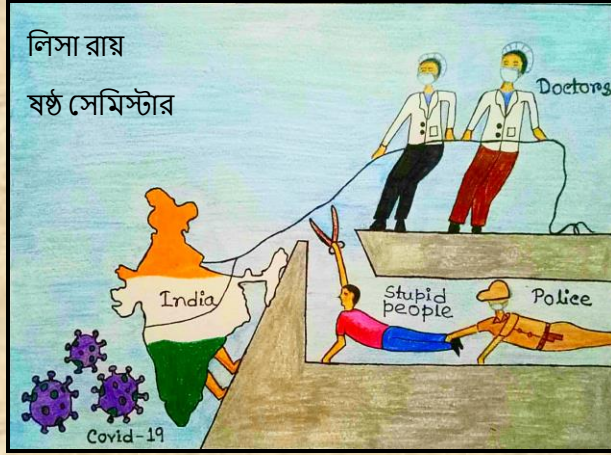
Soumita Pradhan, Semester-6

The time has now is like a devil,  
 But the time to be a human was also evil!  
 The disease snatched many lives,  
 But the evolution had also trapped many species;  
 These days forced us to live alone,  
 But Homo sapiens sapiens already knows to survive alone;  
 We have seen the burning ground with continuous fire,  
 But we had already defeated many forest fire;  
 They are now migrated through many states,  
 But we also had migrated through continents to continents;  
 We are now wrecked by this RNA,  
 But we know how to defeat this by our DNA.  
 By millions of years,  
 We win the earth inspite of thousand fears;  
 Yes, we already go through all of this,  
 Yes, we go through all of this,  
 We Shall Overcome This,  
 Because Human Is an Incredible Species.





## ছবির জগৎ



ধন্যবাদ

Thank You